খুলনা-মোংলা রেললাইন প্রকল্পে দূর্নীতি: বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ৩ কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত

খুলনা-মোংলা নির্মানাধীন রেললাইন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের আওতাভুক্ত ভূমি, ঘরবাড়ি ও গাছপালার ক্ষতিপূরণে ঘূষ ও দূর্নীতির অভিযোগে তিন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। বাগেরহাটের জেলা প্রশাসকের কাছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. মাকছুদুর রহমানের স্বাক্ষরিত পাঠানো চিঠি থেকে এই তথ্য জানা গেছে। তারা হলেন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল এ শাখার অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা নিত্য গোপাল ও কানুনগো সুব্রত সরদার এবং তৎকালীন সার্ভেয়ার বর্তমানে রামপাল উপজেলা ভূমি অফিসে কর্মরত সার্ভেয়ার কামাল হোসেন।
গত ২০ মে এই তিন কর্মকর্তাকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. মাকছুদুর রহমান সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। বরখাস্ত আদেশের ঠিক এক মাস পর বৃহষ্পতিবার রাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পাঠানো তিনটি চিঠি সাংবাদিকদের হাতে পৌছায়। তবে বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কোন কর্মকর্তা এবিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
(প্রশাসন-৩ শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.minland.gov.bd

স্মারক নম্বর- ৩১.০০.০০০০.০৩৭.০২৭.০৩৭.১৯- ৪০ তারিখ-২০/০৫/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

আদেশ

সম্প্রতি বাগেরহাট জেলার এল.এ. শাখায় কর্মরত সার্ভেয়ার জনাব কামাল হোসেন (বর্তমানে উপজেলা ভূমি অফিস রামপালে কর্মরত)-এর বিরুদ্ধে ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের 'তালাশ' টিমের প্রোগ্রামে খুলনা হতে মোংলা বন্দর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের আওতাভুক্ত ভূমি, ঘরবাড়ি ও গাছপালার ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতির খবর সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। উক্ত প্রোগ্রামে ঘুষ গ্রহণের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ প্রদান, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ ভূমি মালিকগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা, অধিগ্রহণের আওতাভুক্ত নয় এমন ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রদান, অধিগ্রহণের আওতাভুক্ত ভূমির মালিক নন এমন ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, একই দাগের ভূমির ক্ষতিপূরণ একাধিকবার এবং একাধিক ব্যক্তিকে প্রদানসহ অবৈধ সম্পদ অর্জনের খবর সম্প্রচারিত হয়। এতে করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান। জনাব কামাল হোসেন, প্রাক্তন সার্ভেয়ার, এল.এ. শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বাগেরহাট (বর্তমানে উপজেলা ভূমি অফিস রামপালে কর্মরত)-এর এহেন কর্মকাণ্ড অসদাচরণের সামিল।

০২। এমতাবস্থায়, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-১২ অনুযায়ী জনাব কামাল হোসেন, প্রাক্তন সার্ভেয়ার, এল.এ. শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বাগেরহাট (বর্তমানে উপজেলা ভূমি অফিস রামপালে কর্মরত)-কে চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

০৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

Notunbarta24 Notunbarta24 Notunbarta24 Notunbarta24 Notunbarta24

(মো: মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর৩১.০০.০০০০.০৩৭.০২৭.০৩৭.১৯- ৪০ /১(০৭) তারিখ-২০/০৫/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়।
০২। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।
০৩। জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট। (সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত আদেশটি জারি করে জারি প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)
০৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়। (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৫। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বাগেরহাট।
০৬। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রামপাল, বাগেরহাট।
০৭। জনাব কামাল হোসেন, প্রাক্তন সার্ভেয়ার, এল.এ. শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বাগেরহাট (বর্তমানে উপজেলা ভূমি অফিস রামপালে কর্মরত) (সাময়িকভাবে বরখাস্ত)।
০৮। মাস্টার কপি।
০৯। অফিস কপি।

২০/০৫/১৯
(মোছা: নাজমুন নাহার)
উপসচিব

খুলনা-মোংলা রেললাইন নির্মানের প্রকল্প হাতে নেয়। খুলনা-মোংলা নির্মানাধীন রেললাইন প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে তিন হাজার ৮০১ কোটি ৬১ লাখ টাকা। এরমধ্যে রেললাইনে ব্যয় হবে এক হাজার ১৪৯ কোটি ৮৯ লাখ টাকা, ব্রিজের জন্য এক হাজার ৭৬ কোটি ৪৫ লাখ টাকা ও জমি অধিগ্রহণে এক হাজার আট কোটি টাকা।